চলমান রাজনৈতিক সংকট এবং অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাবের উপর ঢাকা চেম্বারের সংবাদ সম্মেলন (স্থান: ডিসিসিআই মিলনায়তন, তারিখ ঃ ৩/৪/২০১৩, সময়ঃ বিকাল ৩ঃ০০ ঘটিকা)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইলেক্ট্রনিকস এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ।
ঢাকা চেম্বারে আমার সহকর্মী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ।

প্রথমে আমি ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ হতে আপনাদের সকলকে চলমান রাজনৈতিক সংকট এবং অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাবের উপর আয়োজিত আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বর্তমান রাজনৈতিক সংকটে ব্যবসায়ী সমাজ ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। **ব্যবসায়ী সমাজের দায়িত্ব সাধারনতঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ব্যবসা-বান্ধব নীতিমালা নিয়েই কথা বলা। আমরা রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে চাই না, কিন্তু চলমান পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে তাতে ব্যবসায়ী সমাজ দেশের অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে। সরকার ও রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করা কোনভাবেই আমাদের এ সংবাদ সম্মেলনের উদ্দেশ্য নয়।**

চলমান পরিস্থিতি থেকে উত্তোরনের জন্য কতিপয় বিষয় এবং সমাধানের কিছু উপায় আপনাদের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরছি।

উপস্থিত বন্ধুগণ,

১। **বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অংগীকারে ঘরে ঘরে চাকুরী প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল সে আলোকে প্রণীত ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরো নতুন ১,২০,০০০ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা এবং আগামী ২০15 সালের মধ্যে ৬১.৬ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।**

২। বর্তমানে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ এবং রেমিটেন্স প্রবাহের ধারা সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে যা অর্থনীতির জন্য খুবই ইতিবাচক। অন্যদিকে শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে নেতিবাচক ধারা, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস এবং বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ কমে যাওয়া, নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগের নিশ্চয়তা না দেওয়া ইত্যাদি অর্থনীতির জন্য আশংকার কারণ। **ব্যবসা এবং বিনিয়োগে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে বাংলাদেশে অধিকাংশ লোক অনেকটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে তাদের জমানো অর্থ জমি ক্রয়, ইমারত নির্মাণসহ বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করছে। ফলে আমাদের জমির মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ না হওয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না।**

৩। BRICS এর পর সম্প্রতি গোল্ডম্যান স্যাক্স সম্ভাবনাময় ১১টি দেশের সমন্বয়ে 'নেক্সট ইলেভেন' নামে যে তালিকা তৈরী করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সংস্থাটি বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেছে, দেশটির বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার বেশির ভাগই তরুণ। **১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭.৫ কোটি, বর্তমানে তা ১৬ কোটির উপরে। যার মধ্যে প্রায় ১০ কোটিই তরুণ এবং এদের বেশীর ভাগই প্রযুক্তি নির্ভর। এদের মাধ্যমে দেশটির ভবিষ্যত বদলে দেয়া সম্ভব। গোল্ডম্যান স্যাক্স এবং বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন সংস্থার পূর্বাভাস সত্যে পরিণত করা এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য রাজনৈতিক দলসহ সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।**

৪। বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মায়ানমার এই চারটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত বিসিআইএম (BCIM) আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরামে ভৌগলিকভাবে মধ্যস্থানে অবস্থান করার কারণে বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিক্যালি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। **পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এ অঞ্চলে বাস**

করার কারনে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিসিআইএম ভুক্ত ২৭০ কোটি জনবহুল বাজারে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরী হয়েছে। এই সুবিধাজনক অবস্থাকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যকে আরো সমৃদ্ধ করা যায় সে ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

৫। **গার্মেন্টস শিল্পের বিপুল সাফল্যের মাধ্যমে সারা বিশ্বে তৈরী পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এবং প্রথম স্থানে যাওয়ার পথে রয়েছে। এ সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আরো নতুন নতুন বাজার যেমন- রাশিয়া, জাপান, ব্রাজিল, বেলারুশ প্রভৃতি দেশে আমাদের তৈরী পোশাক ব্যাপকভাবে রপ্তানি করা যায়, সে ব্যাপারে বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়া দরকার।** শ্রমিকের মজুরি অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বেশ কম হলেও বাংলাদেশের শ্রমিকরা খুবই দক্ষ এবং কাজও করে অনেক বেশি। বাংলাদেশ এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তুলনামূলক কম খরচে উন্নত মানের পোশাক তৈরি করে চলেছে। **চীনে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি বাড়ছে। তাই চীন পোশাক শিল্পের মতো শ্রমঘন শিল্প থেকে তাদের বিনিয়োগ হাইটেক ও ভারী শিল্পের দিকে সরিয়ে নিচ্ছে। তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক ক্রেতারাও এখন চীনের পরিবর্তে বাংলাদেশমুখী হচ্ছেন। বাংলাদেশকে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।** আমরা দেখতে পাই এ ব্যাপারে বেসরকারি খাত উজ্জীবিত হলেও রাজনৈতিক কর্মকান্ড নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় আমাদের অগ্রসরমান রপ্তানি খাত বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়েছে। এ পরিস্থিতির দ্রুত অবসান কাম্য। আর সেজন্য সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

৬। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স এখন আমাদের অর্থনীতির অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে সপ্তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের এনআরবি ব্যবসায়ীরা খুবই সফলভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। শুধু তাই নয়, তারা বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগও করছেন। এ সকল বিনিয়োগকারী তাদের বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়ীক সফলতার মাধ্যমে অনেক উদাহরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। **প্রবাসী বাংলাদেশীগণ বর্তমানে শুধুমাত্র তাদের পারিবারিক প্রয়োজনে দেশে অর্থ প্রেরণ করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, এনআরবিগণের জীবন বাজী রেখে পরিশ্রম করে উপার্জিত অর্থ দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে কাজে না লাগানোর ফলে ক্রমান্বয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছে পুরো জাতি। তাই প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমাদের দেশে বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।** এ লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অতি শীঘ্রই একটি “এনআরবি সম্মেলন” আয়োজনে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

৭। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বর্তমানে ৬.৫ শতাংশের উপরে যা জীবন যাত্রার মানের বর্তমান প্রেক্ষিতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। **কারণ মূল্য স্ফীতির চাপে দৈনন্দিন জীবন ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেককে নির্ঘুম রাত কাটাতে হয়। এতে আমাদের অনেক সম্ভাবনাময় তরুণ জনশক্তির মেধাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না।** সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রেখে দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে আমাদের মেধাবী তরুণ সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৮। ২০১১-১২ অর্থ বছরে দেশের মোট জিডিপি ৯,১৪,৭৮০ কোটি টাকা , ২০১২-১৩ তে প্রাক্কলিত মোট জিডিপি ৯,৭৮,৮১৪ কোটি টাকা। এক দিনের হিসেবে জিডিপি পরিমান ২,৬৮১ কোটি টাকা। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যদি বছরে গড়ে ৪০ দিন হরতাল হয়, এতে ৬৪,০০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। **রাজনৈতিক সহিংসতা ও হরতালের কারনে প্রতিবছর ৬.৫% হারে জিডিপি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে হরতালের মত কর্মসূচী পরিহার করা সম্ভব হলে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি সহজেই ডাবল ডিজিট হতে পারে।**

এ ধরনের ধারনাপ্রসুত বিভিন্ন সূত্রের তথ্য থেকে প্রাপ্ত একটি গবেষণা লব্ধ পরিসংখ্যান **সংযোজনী - ১** এ তুলে ধরা হলো।

৯। বিদ্যুত ও জ্বালানী ব্যবস্থার উন্নয়ন, যোগাযোগ ও ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, রেল পথের উন্নয়ন, সড়ক পথের উন্নয়ন না করার কারণে এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সুশাসনের অভাবে বাংলাদেশ পিছিয়ে যাচ্ছে। **রাজনৈতিক সংকটের কারনে পৃথিবীর যে কয়েকটি দেশ পিছিয়েছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া এবং সিংগাপুরের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল বাংলাদেশের কর্মঠ এবং মেধাবী তরুন জন গোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে। অথচ আমরা আমাদের জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারিনি।**

১০। **বাংলাদেশে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব মুক্তভাবে উন্নয়মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হলে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন সম্ভব। এর প্রকৃষ্ঠ উদাহারণ হলো ইতোমধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্তভাবে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভোটার আইডি কার্ড, মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট, হাতিরঝিল প্রকল্প, উত্তরা এবং এয়ারপোর্ট সংলগ্ন উড়াল সেতুর মত বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।**

১১। আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। এতে বিদেশে নতুন করে আবার বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সংকটে পড়েছে। **এক সময় শ্রীলংকায় তামিল সমস্যার কারনে তাদেরকে অনেক মাসুল দিতে হয়েছিল।** বাংলাদেশ সে সময় ঐ সুযোগ কাজে লাগিয়েছিল। শ্রীলংকা তাদের প্রধান সে সমস্যা দুর করেছে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। **মায়ানমার সামরিক সরকারও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রকামী একমাত্র নেত্রীকে মুক্তি দিয়েছে এবং রাজনীতিতে তাঁকে সক্রীয় হওয়ার সুযোগ দিয়েছে।** এতে বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা সেদেশে ধাবিত হচ্ছে। **সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অর্থনীতিকে সামনে রেখে দলীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তারা একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।** অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সেখানে বিভিন্ন ধর্ম, মত, গোত্র, বর্ণ ভেদাভেদ সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে। **পাকিস্তানের মত সংকটাপন্ন রাষ্ট্রও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং দেশের স্বার্থে সকল রাজনৈতিক দলের সমঝোতায় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে। থাইল্যান্ডে নতুন দল গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করেছে,** সেখানে গণতান্ত্রিক চর্চা বিদ্যমান থাকার কারনে বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের অন্যতম স্থান হিসেবে থাইল্যান্ডকে বেছে নিয়েছে। **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে ভৌগলিকভাবে স্ট্র্যাটেজিক্যালী সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার কারনে বাংলাদেশও বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অন্যতম আদর্শ গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কথা।**

১২। বিশ্বের দুই/একটি দেশ ব্যতিত সকল দেশ এখন ব্যক্তি ক্ষমতার মোহে আবদ্ধ না থেকে দেশের স্বার্থে তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে এবং অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জণ করছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য বান কি মুন রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে সংকট সমাধানের পরামর্শ দিয়েছেন। মাহাথীর মোহাম্মদ রাজনৈতিক হানাহানী বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ৪২ বছর যাবৎ দেশের রাজনীতি একই ধারায় আবর্তিত হচ্ছে। **এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রযুক্তির সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা বিরোধীদের জাতি ভুলে যায়নি। বর্তমান রাজনৈতিক কর্মকন্ডের ফলে সৃষ্ট সমস্যার চিত্র প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ভুলভাবে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত থেকে যাবে। কাজেই এর ভয়াবহতা কতটা গভীর তা নিয়ে সকল রাজনীতি সংশ্লিষ্টদের ভাবার সময় এসেছে।**

১৩। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত চারটি গণতান্ত্রিক সরকার দ্বারা দেশ পরিচালিত হয়েছে। প্রতিটি সরকারই দেশের উন্নয়নের জন্য টার্গেট নিয়ে প্রথম চার বছর মোটামোটি বাঁধাহীনভাবে কাজ করে যেতে পারে, যার সুফল তাদের মেয়াদের শেষ বছরে প্রতিফলনের প্রত্যাশা করে। কিন্তু আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, এই শেষ বছরেই ধারাবাহিকভাবে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সংঘাতময় হরতালের মত আত্মঘাতী কর্মসূচীর কারণে চার বছরের উন্নয়নের চিত্র বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। **প্রতিটি বিরোধীদল সরকারের মেয়াদের শেষ বৎসরকে আন্দোলনের বৎসর হিসেবে টার্গেট করে।**

এ পরিস্থিতির অবসান হওয়া দরকার। তাছাড়া সংসদ সদস্যদের ধারাবাহিক সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি কোনভাবেই কাম্য নয়। সরকার ও বিরোধীদল পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থানের পরিবর্তে একত্রে কাজ করলে অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বের অন্যতম একটি উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৪। **দুই প্রধান রাজনৈতিক দলই কেবলমাত্র পারে দেশে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরী করতে। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরী হলে ব্যবসায়ী সমাজ রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দের প্রতি সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবে।** রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকা কালে রাষ্ট্রীয় Instruments তার পক্ষে আসার কারণে দেশের সত্যিকার অর্থনৈতিক চিত্র এবং জনগণের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য তাদের কাছে পৌঁছায় না। মানুষের মনের ভিতরের ক্ষোভ নির্বাচনে প্রতিফলনের মাধ্যমে ক্ষমতা চলে গেলে তারা তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে।

১৫। ঢাকা চেম্বার মনে করে এখনই ব্যবস্থা না নিলে জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে যাব। চলমান রাজনৈতিক সংকট নিরসন এবং হরতালের বিকল্প বের করা এখনই উপযুক্ত সময়। ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনার জন্য আপনাদের মাধ্যমে তুলে ধরছি। আশা করি রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ এগুলো বিবেচনায় নিবেন।

সুপারিশমালা

- **সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে রাজনীতির আধুনিকায়ন ঃ**

সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চা বজায় রাখার লক্ষ্যে দলমত এর উর্ধ্বে উঠে রাজনৈতিক দলগুলোকে পারস্পারিক সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক ইস্যুতে ঐক্যমত সৃষ্টি করে রাজনীতিকে একটি দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোতে নিয়ে যেতে হবে। যাতে সকল রাজনীতিবিদ মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে শুধুমাত্র জনগনই তাদেরকে মূল্যায়ন করে ক্ষমতা লাভের সুযোগ করে দিতে পারবে। **যেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক, তাই জনগণকে জিম্মি করে বা এ সুযোগের অপব্যবহার করে সরকার ও বিরোধীদল যাতে ক্ষমতা ধরে রাখার বা ক্ষমতা লাভের জন্য রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে না পারে সেজন্য রাজনীতির আধুনিকায়ন প্রয়োজন।** কারণ হরতালে দেশ ও জনগণের ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ হয় না। এটা মনে রাখতে হবে যে ক্ষমতায় যেই থাকুক না কেন তাকেও এ সমস্যা বা ক্ষতির বোঝা বহন করতে হয়।

- **প্রযুক্তি নির্ভর রাজনীতি অনুসরন করে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসা ঃ**

যে কোন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সংকট তৈরি হলে সরকারী ও বিরোধী দল উভয়কে তা নিরসনে অবশ্যই খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসতে হবে যাতে রাজনীতির কারনে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। শুধুমাত্র বর্তমানের সমস্যা সমাধানের পথ বের করলেই চলবেনা, যে কোন রাজনৈতিক সংকট এমনভাবে সমাধান করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে একই ধরনের সংকট তৈরীর সুযোগ না থাকে। ৪২ বছর ধরে আন্দোলন ব্যতীত ক্ষমতা লাভের পরিবেশ তৈরী করতে রাজনীতিবিদরা ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। **ডিজিটাল বাংলাদেশের পাশাপাশি রাজনীতিকেও ডিজিটালাইজড করতে হবে। তরুণ প্রজন্ম প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পক্ষে বিপক্ষে মতামত দিয়ে যাচ্ছে। একে ইতিবাচকভাবে নিয়ে রাজনীতিকে প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। প্রযুক্তিকে প্রযুক্তি দিয়েই মোকাবেলা করতে হবে। রাজনীতিকে এমনভাবে আধুনিকায়ন এবং প্রযুক্তি নির্ভর করতে হবে যেন আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা না দেখা দেয়। আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর রাজনীতিই পারে বর্তমান সমস্যা থেকে উত্তেরণ করতে। মাননীয় দুই প্রধান নেত্রীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১৬৫ মিলিয়ন লোক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় হতে পারে।** আমরা ব্যবসায়ী সমাজ মনে করি সুষ্ঠু ধারার গণতান্ত্রিক

রাজনৈতিক চর্চার পরিবেশ তৈরি হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সহজ হবে এবং আগামী ২০ বছর এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ থাইল্যান্ড কিম্বা ভিয়েতনামকে ছাড়িয়ে সিংগাপুর বা মালয়েশিয়ার সমপর্যায়ে যেতে সক্ষম হবে।

- **স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের একটি সুনির্দিষ্ট স্থায়ী পদ্ধতি নির্ধারণ ঃ**

নির্বাচন একটি স্বচ্ছ এবং গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে হওয়া দরকার, যেখানে সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের রায় দেওয়ার সুযোগ পাবে। উভয় পক্ষই হরতালের মত ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী না দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার প্রচেষ্টা নিবে। **কাজেই রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে ক্ষমতার পরিবর্তন হবে শুধুমাত্র একটি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দ্বারা যার একটি সুনির্দিষ্ট স্থায়ী পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।** বর্তমান প্রধান মন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী কোন না কোনভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য ভূমিকা রেখেছেন এবং তাঁদের দেশ প্রেম সকলের উর্ধ্বে। সকল বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে সুস্থ রাজনৈতিক চর্চার মাধ্যমে তাদেরকে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। ইতোপূর্বে ঢাকা চেম্বারসহ সকল ব্যবসায়ী মহল রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূর করার জন্য বড় দুই রাজনৈতিক দলকে আহবান জানানো সত্ত্বেও এ আহ্বানে তারা কখনোই সাড়া দেয়নি যা ব্যবসায়ীমহলকে মর্মাহত ও হতাশাগ্রস্ত করেছে। এখনও সময় আছে দেশের এ ক্রান্তিকালে সরকারি ও বিরোধীদলের সম্মানিত দুই নেত্রী দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক দুরদর্শিতা প্রদর্শন করে মহাসংকট থেকে জাতিকে উদ্ধার করবেন।

- **হরতালের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন বা নীতিমালা প্রণয়ণ ঃ**

হরতাল একটি গণতান্ত্রিক অধিকার এবং অবশ্যই বিরোধীদল এ অধিকার প্রয়োগ করবে। সেই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। কোন কোন পরিস্থিতিতে হরতাল আহবান করা যাবে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে হরতালের বৈধতা দেয়া যাবে তার একটি গাইড লাইন থাকলে সরকারও এ বিষয়ে সচেতন হতে পারবে যাতে হরতাল আহবানের পরিস্থিতি তৈরী না হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিরোধীদল তাদের দাবী উপেক্ষিত হবার কারনে হরতালকে অস্ত্র হিসেবে ব্যাবহার করে। প্রযুক্তির যুগে হরতাল আহবানকারী এবং সরকার দ'পক্ষই প্রতিটি হরতালে জনগণের Online Comments নিতে পারেন, তাতে উভয়েই লাভবান হবেন। দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে হরতাল হচ্ছে। তাছাড়া হরতাল পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা যাবে না। **তাই সরকারি ও বিরোধীদল জাতীয় সংসদে আলোচনা করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হরতাল আহবানের সুনির্দিষ্ট দিক্ নির্দেশনা সম্বলিত গাইড লাইন বা নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।**

- **রাজপথের রাজনীতি বর্জন ঃ**

রাজপথকে কোনভাবেই রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবেনা। এ বিষয়ে উভয়দলকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জনগণকে রাজপথে নিষ্পেসিত করে রাজনীতি করার মানে আমাদের বোধগম্য নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে ৭ই মার্চের ভাষণও বঙ্গবন্ধু রাজপথে না দিয়ে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে দিয়েছিলেন। **তাই পল্টন ময়দান এবং সোহরাওয়ার্দি উদ্যান আন্দোলন প্রদর্শনের জন্য চিহ্নিত করে বিটিভি সহ সকল টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আন্দোলনের প্রোগ্রাম সরাসরি প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে বিরোধীদল তাদের এজেন্ডা সম্পর্কে জনগনের নিকট পরিস্কারভাবে তুলে ধরার সুযোগ পায়। সরকারও বিরোধীদলের অভিযোগ সম্পর্কে তাদের অবস্থান একইভাবে জনগণের সামনে স্পষ্ট করবে।**

- **গবেষণা ও উন্নয়ন সেল স্থাপন ঃ**

সরকার এবং বিরোধীদল উভয়কে গবেষণা ও উন্নয়ন সেল (R&D Cell) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম জনসম্মুখে তুলে ধরতে হবে। এ টিম গবেষণার মাধ্যমে দলের সঠিক এবং ভুল-ভ্রান্তিসমুহ চিহ্নিত করে রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দকে সহায়তা প্রদান করবে এবং জনগনকে নিয়মিত অবহিত করবে। **নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনী মঞ্চে জনগণের সামনে সরকার ও বিরোধীদলের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য যুক্তিসহকারে টিভি চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে।** এতে সাধারণ জনগণ রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবে এবং তাদের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়বে। অদ্যাবধি দু'টি প্রধান দলের ওয়েবসাইটে গবেষণা নির্ভর তথ্যের বিন্যাস না থাকাই এটা প্রমান করে যে, তারা মুখে যা বলে তা গবেষণা ভিত্তিক নয়।

- **জাতীয় সংসদকে কার্যকর করার স্থায়ী সমাধান ঃ**

উভয় দলকে গণতান্ত্রিক চর্চা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপকে তাদের সর্বোচ্চ শক্তি প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় সংসদকে কার্যকর করার স্থায়ী সমাধান বের করতে হবে।

- **সিটিজেন কাউন্সিল গঠন ঃ**

দেশের সিনিয়র নাগরিক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি ''সিটিজেন কাউন্সিল'' গঠন করা যেতে পারে। যাঁরা কোনভাবেই রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচিত হবেন না এবং ভবিষ্যতে কখনোই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। এ কাউন্সিল সকল রাজনৈতিক দলকে সমানভাবে মূল্যায়ন করে গ্রহণযোগ্য সুপারিশ প্রণয়ন করবে যা প্রয়োজনে জাতীয় সংসদেও উপস্থাপন করা যেতে পারে।

- **অন্ততঃ যে কোন একজনের উদারতা প্রয়োজন ঃ**

বর্তমানে রাজনৈতিক হানাহানি এবং হরতালের কারণে জনগণ দুই দলের উপরই চরম বিরক্ত হচ্ছে। এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়গুলো উপেক্ষা করে বড় দুই দলের মধ্যে ব্যবধান দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় দুই দলই সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন। **তাই আমরা দু'জনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি যেকোন একজন দেশের জনগণ ও অর্থনীতির স্বার্থে নিজের অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে উদারতার পরিচয় দিবেন। যিনিই উদারতা দেখাবেন পুরো জাতি তাঁকে আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। তরুণ প্রজন্মও এ উদারতায় সাড়া দিয়ে তাকে মূল্যায়ন করবে এবং এ উদারতা ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে।**

- **গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মিডিয়ার বাস্তবমূখী ভূমিকা ঃ**

ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আমাদের তরুণ প্রজন্ম দেশীয় টিভি চ্যানেলের পরিবর্তে বিদেশী চ্যানেলের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। দেশীয় টিভি চ্যানেলগুলোকে সৃজনশীল কিছু করতে হবে যাতে তারা আমাদের নিজস্ব চ্যানেলের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান নিয়ে যারা বিভিন্ন টক শোতে কথা বলেন তারা যেন একে অপরকে দোষারোপ না করে নিরপেক্ষভাবে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কি করতে পারে অথবা তারা কেন ব্যর্থ হচ্ছে সে ব্যাপারে মিডিয়াগুলোকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

- **রপ্তানিমুখী শিল্পকে হরতালের আওতামুক্ত রাখা ঃ**

রাজনৈতিক কর্মসূচী যাতে ব্যবসা-বাণিজ্যকে ব্যঘাত সৃষ্টি না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। হরতালের মত কর্মসূচীর কারনে যাতে আমাদের রপ্তানী ব্যহত না হয়, সে জন্য যে কোন মূল্যে একে

রক্ষা করতে হবে। **রপ্তানিমুখী শিল্পকে হরতালের আওতামুক্ত রাখতে হবে। এজন্য রপ্তানি পণ্যবাহী ট্রাক, কার্গো ইত্যাদি পরিবহনকে প্রশাসনিক সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করে পোর্টে পণ্য যাওয়া এবং আসার স্থানে নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। উভয় স্থানে প্রয়োজন অনুসারে সেনাবাহিনী বা পুলিশ মোতায়েন করা যেতে পারে।**

- **হরতালে ক্ষতির পরিসংখ্যান প্রকাশঃ**

  প্রতিটি হরতালের পর সরকারি ও বিরোধী দল কর্তৃক হরতাওে ক্ষতির খতিয়ান, আহত ও নিহতের খতিয়ান জনসন্মুখে প্রকাশ করা হলে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

পরিশেষে আবারও বলছি, ৪২ বছর পরও বাংলাদেশের রাজনীতি গতানুগতিক ধারা থেকে বের হতে পারেনি। বিশ্বের প্রায় সকল দেশ ক্রমানয়ে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের গতানুগতিক ধারা থেকে বের হয়ে এসেছে। কাজেই আমরা মনে করি বাংলাদেশের রাজনীতিও প্রযুক্তি-নির্ভর হয়ে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পন্থায় পরিচালিত হবে। ২০১৩ সালের জন্য উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাজনীতি পরিচালিত হলে সেকেলে রাজনীতির ধারা হতে বের হওয়া সম্ভব।

গত ২০০৪ সালের ১৮ই মে তৎকালীন মার্কিন সহকারী স্টেট সেক্রেটারী ফর সাউথ এশিয়া ক্রিস্টিনা রোকা একটি সভায় সংসদ কার্যকর করে হরতাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দুই নেত্রীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং আমাদের লজ্জায় মাথা অবনত হয়ে যায় যখন তার মুখে আমাদের শুনতে হয়েছিল যে “The whole house is burning but two political parties are fighting for who will be the owner of the master room ”।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রায় ১০ কোটি তরুণ প্রজন্মের জন্ম স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে। এ প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ প্রজন্ম স্বপ্নে বুক বেঁধে আছে দুই বৃহৎ রজনৈতিক দল দলীয় সংকীর্ণতা ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার শুভ সূচনা করবে।

ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের কথাগুলো সঠিকভাবে রাজনীতিবিদদের কাছে পৌঁছবে এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে বোধোদয় সৃষ্টি হবে। দেশও মহাসংকট থেকে রক্ষা পাবে।

আল্লাহ্ হাফেজ

মোঃ সবুর খান
সভাপতি, ডিসিসিআই

সংযোজনী -১

হরতালে আর্থিক ক্ষতির পরিসংখ্যান

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং.	খাতসমূহ (উৎস)	আর্থিক ক্ষতির ব্যাখ্যা (উৎস)	দৈনিক অর্থনৈতিক ক্ষতি টাকায়	এক বছরে অর্থনৈতিক ক্ষতি টাকায়	দৈনিক জিডিপির অংশ (শতকরা হিসেবে)	জিডিপি তে এক বছরে হরতালে ক্ষতির অংশ (শতকরা হিসেবে)
১.	তৈরি পোশাক খাত	(১)চার দিনের হরতালে ২,০০০ কোটি টাকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য স্টক লট হয়েছে। এতে ক্ষতির পরিমান ৬০০ কোটি টাকা। (জন কণ্ঠ -১১/৩/১৩) (২)হরতালের কারনে পোশাক শিল্পের কাঁচা মাল আমদানিতে সমস্যার কারনে আর্থিক ক্ষতি হয় এবং হরতালে অর্ডার বাতিল (ডিসিসিআই) (৩) সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতায় পোশাক শিল্পের প্রায় ৫০ কোটি ডলারের রপ্তানী আদেশ প্রতিবেশী দেশে চলে গেছে। (প্রথম আলো -২/৪/১৩)	৩৬০	১৪,৪০০	১৩.৪২	১.৫৬
২.	সরকারের রাজস্ব আদায়	(১) হরতালে ৪০০ কনটেইনার কম উঠানামা করে, এতে প্রতিদিন ৬০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি। (২) স্থলবন্দরে ১৫০ কোটি টাকার আথিক ক্ষতি (৩) মূসক আদায় ২৫% কমে যায়, এত ৩৫ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়। (কালের কণ্ঠ -১২/৩/১৩)	২৫০	১০,০০০	৯.৩২	১.০২
৩.	পাইকারি বাজার, শপিং মল, শো-রুম, ক্ষুদ্র ও ছোট দোকান	(১) ২০ লক্ষ দোকান বন্ধ থাকলে এক দিনের হরতালে প্রতিটি দোকানে গড়ে ৩০০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। (ডিসিসিআই) (২) ঢাকার মৌলভীবাজারের পাইকারী দোকানে পতিদিন ৫০০ কোটি টাকার লেনদেন	৬০০	২৪,০০০	২২.৩৭	২.৪৫

		হয়। এক দিনের হরতালে প্রায় ৪০০-৫০০ কোটি টাকার বিক্রয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। চার দিনের হরতালে লেনদেন ৪০ কাটি টাকা থেকে কমে গিয়েছিল ৮ কোটি টাকায়। গড়ে লেনদেন ১০ কোটি টাকা থেকে ২ কোটি টাকায় নেমে গিয়েছিল। (কালের কন্ঠ -১২/৩/১৩) (৩) শুধুমাত্র চট্রগ্রামে ৬০০০ টন সবজি নষ্ট হওয়ার ঝুকি রয়েছে। এতে কম মূল্যে বিক্রি হয়। (কালের কন্ঠ -১২/৩/১৩) (৪) ঢাকার আইডিবি ভবনে অবস্থিত দেশের প্রধান কম্পিউটার মার্কেটে ২৫০ টির মত শো-রুমে একদিনের বন্ধে প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি গুনতে হয়। (ডিসিসিআই) (৫) ঢাকার বসুন্ধরা, ইষ্টার্ন প্লাজা, নিউ মার্কেট সহ সারাদেশে ১০০ টিরও বেশি শপিং মল রয়েছে এবং প্রতিটি শপিং মলে ১৫০-২০০ টি দোকান এবং শো-রুম রয়েছে যা হরতালে বন্ধ থাকে। (ডিসিসিআই) (৬) জুয়েলারি দোকানে এক দিনের হরতালে প্রায় ৭ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। (প্রথম আলো -১৫/৩/১৩) (৭) গত কয়েকদিনের হরতালে তরল দুধ এবং দই অবিক্রিত থাকার কারনে তা নষ্ট হয়েছে এবং প্রায় ১ কোটি টাকার আর্থিক লোকসান হয়েছে। (প্রথম আলো -১৫/৩/১৩) (৮) এছাড়া আয়রন অ্যান্ড স্টীল, সিরামিক, সিমেন্ট, রড, এডিবল অয়েল, কাগজ, কৃষি ইত্যাদি খাতে প্রতিদিনের হরতালে প্রায় ৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। (ডিসিসিআই)				

৪.	শিক্ষা খাত	(১) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় : বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীর একটি সেমিস্টারের জন্য খরচ হয় গড়ে ৪০,০০০ টাকা। সে হিসাবে এশটি সেমিস্টার পেছানোর কারনে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। (২) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিদ্যমান ৩৪টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ লক্ষের অধিক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। (৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা মানসিকভাবেও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কারন হরতালের কারনে পরীক্ষাসূচী পরিবর্তন কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদেও উপর যে প্রভাব পড়ে তা অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। (ডিসিসিআই)	৫০	২,০০০	১.৮৭	০.২
৫।	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	(১) হরতালের দিন সাধারনত ব্যাংকের লেনদেনের পরিমান ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ হ্রাস পায়। সরকারী এবং বেসরকারী ব্যাংক মিলে প্রতিবছর প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা নীট মুনাফা আয় করে। এতে দেখা যায় প্রতিদিনের মুনাফার পরিমান প্রায় ২৭ কোটি টাকা। হরতালের জন্য লেনদেন বাধাগ্রস্থ হওয়ায় প্রতিদিন ব্যাংকের প্রায় ১৬ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়। (২) বর্তমানে বেসরকারী খাত কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমান ৪,০৭৯ বিলিয়ন টাকা (২০১১-১২)। আর্থিক খাত থেকে এ বিপুল পরিমান ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ীগণ	৫০	২,০০০	১.৮৭	০.২

		তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। দুই-তিন দিন টানা হরতালের কারনে ব্যবসায়ীদের এ ফান্ডের Mobilization সঠিকভাবে না হলেও তাদেরকে ঠিকই সুদের বোঁঝা বহন করতে হয়। ফলশ্রুতিতে অনেক ঋণ Classified হয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব জাতীয় অর্থনীতিতে পড়ছে। (ডিসিসিআই)				
৬	ইন্সুরেন্স কোম্পানি	(১) দেশে বর্তমানে ৬০ টির মত ইন্সুরেন্স কোম্পানি রয়েছে। হরতালের কারনে কাস্টমারদের ক্ষয় ক্ষতির কারনে ইনসুরেন্স কোম্পানির কাছে Claim এর পরিমান বেড়ে যায়। (২) গত কয়েকদিনের হরতালে কয়েক হাজার যানবাহন ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগের কারনে ৫০ কোটি টাকার Claim এর অভিযোগ উত্থাপিত হবে। (ডিসিসিআই)	১৫	৬০০	০.৫৬	০.০৬
৬	পরিবহন ও যোগাযোগ	(৩) সারা দেশে প্রায় ৪০,০০০ বাস, ৩৭,০০০ মিনিবাস এবং ৯৫,০০০ ট্রাক রয়েছে। কাজেই মোট পরিবহন সংখ্যা ১,৭২,০০০ হরতালের দিন ৮০% যান বন্ধ থাকে। এতে প্রায় ২০ কোটি আর্থিক ক্ষতি হয়। এছাড়া ২০% যান চলাচলের সময় যে ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগের সৃষ্টি হয় তাতে ফলে প্রায় ৫ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। (৪) পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে জড়িত ৫-৭ লক্ষ শ্রমজীবী লোকের দৈনিক আয় বন্ধ থাকে। (৫) রেলওয়ে খাতে গত ছয় দিনের হরতালে ৯ কোটি টাকার সম্পদ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। (ডিসিসিআই)	৬০	২,৪০০	২.২৩	০.২৪

৭	পর্যটন শিল্প	(৬) বিদেশী পর্যটকগণ প্রতিবছর দেশের অর্থনীতিতে প্রায় ৩২০ কোটি টাকা অবদান রাখে। দেশে ঘন ঘন হরতাল এবং রাজনৈতিক সহিংসতার কারনে বিদেশী পর্যটকগণ বাংলাদেশে তাদের ভ্রমণ বাতিল করছেন। এতে দেশীয় পর্যটন কোম্পানীগুলো বিশাল পরিমান আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। (৭) দেশের ২০০টির অধিক ট্যুর অপারেটর কোম্পানি রয়েছে। বিদেশী পর্যটকগণ কর্তৃক বাংলাদেশে ভ্রমণ বাতিল করার কারনে ট্যুর অপারেটর কোম্পানি গত কয়েক দিনের হরতালে প্রায় ৪০ কোটি টাকার মুনাফা হয়নি। (৮) এছাড়া সরকারের রাজস্ব আয়ও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। (ডিসিসিআই)	৫০	২,০০০	১.৮৭	০.২০
৮	উৎপাদন খাত	(১) আয়রন, স্টীল, সিরামিক, সিমেন্ট, রড, এডিবল অয়েল, কাগজসহ সকল উৎপাদনকারী কলকারখানা (ডিসিসিআই)	১০০	৪,০০০	৩.৭৩%	০.৪১
৯	অন্যান্য খাত		৬৫	২,৬০০	২.৪২%	০.২৬
১০		নতুন স্থাপিত শিল্প উৎপাদন চালুর শেষ পর্যায়ে থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক জটিলতায় তা চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে যে ক্ষতি হয় তার আর্থিক পরিমাপ অনুমান করা সম্ভব না।				
	মোট		১৬০০	৬৪,০০০	৬০%	৬.৫%

খাত অনুযায়ী হরতালে আর্থিক ক্ষতি

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	দৈনিক অর্থনৈতিক ক্ষতি	এক বছরে অর্থনৈতিক ক্ষতি	দৈনিক জিডিপির অংশ (শতকরা হিসেবে)	জিডিপি তে এক বছরে হরতালে ক্ষতির অংশ (শতকরা হিসেবে)
১.	তৈরি পোশাক খাত	৩৬০	১৪,৪০০	১৩.৪২	১.৫৬
২.	সরকারের রাজস্ব আদায়	২৫০	১০,০০০	৯.৩২	১.০২
৩.	পাইকারি বাজার, শপিং মল, শো-রুম, ক্ষুদ্র ও ছোট দোকান	৬০০	২৪,০০০	২২.৩৭	২.৪৫
৪.	শিক্ষা খাত	৫০	২,০০০	১.৮৭	০.২০
৫।	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৫০	২,০০০	১.৮৭	০.২০
৬	ইন্সুরেন্স কোম্পানি	১৫	৬০০	০.৫৬	০.০৬
৬	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬০	২,৪০০	২.২৩	০.২৪
৭	পর্যটন শিল্প	৫০	২,০০০	১.৮৭	০.২০
৮	উৎপাদন খাত	১০০	৪,০০০	৩.৭৩%	০.৪১
৯	অন্যান্য খাত	৬৫	২,৬০০	২.৪২%	০.২৬
	মোট	১৬০০	৬৪,০০০	৬০%	৬.৫%

- ২০১১-১২ অর্থ বছরে মোট জিডিপি ৯,১৪,৭৮০ কোটি টাকা
- ২০১২-১৩ তে মোট জিডিপি ৯,৭৮,৮১৪ কোটি (প্রাক্কলিত)
- পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বছরে গড়ে ৪০ দিন হরতাল হয়, এতে ৬৪০০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়।
- এক দিনের হিসেবে জিডিপি পরিমান ২,৬৮১ কোটি টাকা।
- হরতালের কারনে ৬.৫% হারে জিডিপি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- হরতাল না হলে দেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সহজেই ডাবল ডিজিট হতে পারে।